উপভোগ্য তার এই সৃজন।

লঙ্কাকাণ্ডে রাবণ :

রাবণ বিশ্রবা ও নিকষার পুত্র। তিনি লঙ্কার অধিপতি। বীর অথচ অত্যাচারী। অহঙ্কারী এই রাজা নিজের দোষেই নিজে ও কুলের অন্য সবাইকে মজিয়েছেন। কৃত্তিবাস রাবণকে প্রচ্ছন্ন রামভক্তরূপে দেখিয়েছেন। বাল্মীকিতে রামভক্তির কথা নেই।

রাবণ সীতাকে হরণ করায় সীতা উদ্ধারের জন্য রামচন্দ্রকে লঙ্কা আক্রমণ করতে

Scanned with CamScanner

হল। রাবণও যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেন। রাম সাগরের উপরে সেতুবন্ধন করতে সক্ষম হলে রাবণের চিন্তা ও উদ্বেগ বেড়ে গেল। দিনে দিনে রাবণের অহঙ্কার চূর্ণ হতে লাগল। রাবণের দুই প্রধান চরের নাম শুক ও সারণ। রাবণ তাদের আহ্বান করলেন। রামের সৈন্য-সামন্ত, বল-বুদ্ধি ইত্যাদি সম্পর্কে সংবাদ নেবার জন্য তাদের আদেশ দিলেন রাবণ। রাজার আদেশ পেয়ে তারা সন্ধান নেবার জন্য ঘুরে বেড়াতে লাগল। বিভীষণ তাদের, চিনতে পারলেন এবং ধরার আদেশ দিলেন। তারা পালাবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। রামের সৈন্যদের সঙ্গে তাদের শুক-সারণ কোন কথা গোপন না করে সকল বৃত্তান্ত রামের নিকট প্রকাশ করল। উচিত দণ্ড নেবার জন্য তারা প্রস্তুত হল। কিন্তু রামচন্দ্র তাদের ক্ষমা করলেন। শুক-সারণ রাবণের কাছে ফিরে গিয়ে সব বলল।

রাবণ প্রাসাদের চূড়ায় উঠে পরিদর্শন করলেন। কেবল বানর দেখে রাবণ রাজার ভয় করতে লাগল। তাঁর মনে হল সহস্র বৎসর ধরে ক্রমাগত যুদ্ধ করলেও বানর সৈন্য শেষ হবে না। সারণের কাছে তিনি বানর চিনতে চাইলেন। নীল, সুগ্রীব, সম্পত্তি, জাম্ববান, হনুমান, অঙ্গাদ প্রমুখ বীরদের চেনাল সারণ এবং তাদের শক্তির কথা বলল। বিভীষণ তাদের দেখে ফেললেন এবং রামকে বাণ নিক্ষেপ করতে বললেন। রাম সেই মুহূর্তে ধনুকে শর যোজনা করতে গেলেন। তা দেখে রাবণ অন্তরালে অপসৃত হলেন। শুক-সারণ রাবণকে বারংবার রামের নিকট সীতাকে প্রত্যর্পণ করার অনুরোধ জানাল। রাবণ তাতে রুষ্ট হয়ে তাদের ভর্ৎসনা করলেন। শার্দ্দূল নামধারী রাবণের আর একজন চর ছিল। রাবণ তাকে দৌত্যকর্মে নিযুক্ত করলেন। শার্দ্দূল ফিরে গিয়ে রাবণকে সব বলল। রাবণকে সাবধান করে দিলেন। দশানন সন্ত্রাসবশত কেঁপে উঠলেন। তারপর তিনি বিদ্যুৎজিহ্ব নামধারী এক রাক্ষসকে ডাকলেন এবং তাকে শ্রীরামচন্দ্রের ধনুক ও মুণ্ড প্রস্তুত করবার আদেশ দিলেন। উদ্দেশ্য হল, এই দুটি জিনিস দেখিয়ে জানকীকে ভীত-সন্ত্রস্ত করা। বিদ্যুৎজিহ্ব রাবণের আদেশমত শ্রীরামচন্দ্রের ধনুক ও মুণ্ড নিয়ে জানকীকে দেখাল। জানকী অন্তরে আঘাত পেলেন এবং বিলাপ করতে লাগলেন। সীতা কাতর হয়ে রোদন করছেন। বিমুখ হয়ে দশানন হাসছেন। এদিকে বানরের সিংহনাদে লঙ্কাপুরী কাঁপছে। দশানন মুণ্ড নিয়ে চলে গেলেন। সিংহাসনে গিয়ে বসলেন। পাত্র-মিত্ররা তাঁকে ঘিরে থাকল।

রাবণের মন্ত্রীরা যুদ্ধ করার জন্য কুপরামর্শ দিচ্ছিল। রাবণ জননী নিকষা সেখানে এসে রাবণকে সুবুদ্ধি দিতে লাগলেন। কিন্তু রাবণ মায়ের কথা শুনলেন না। মায়ের উপদেশ শুনে রাবণ রেগে গেলেন। মাকে অপমান করলেন। তারপর মাল্যবান রাবণকে বোঝাতে লাগল এবং রামচন্দ্রের সঙ্গে সন্ধি করতে বলল। রাবণ ক্রুদ্ধ হলেন। তারপর রাবণ রাক্ষস বীরদের ডাকলেন এবং প্রত্যেকের উপর এক একটি দিক সংরক্ষণের দায়িত্ব দিলেন। মহোদরকে রাখলেন দক্ষিণে। সঙ্গে এক লক্ষ রাক্ষস। ইন্দ্রজিৎকে পশ্চিমদিকে রাখলেন। তার সঙ্গে অর্বুদ কোটি রাক্ষস। পূর্ব দ্বারে প্রহস্ত থাকলেন। তার সঙ্গে তিন কোটি রাক্ষস। উত্তর দ্বারে থাকলেন স্বয়ং রাবণ। দুপক্ষের সৈন্যসমাবেশ হতে থাকল।

Scanned with CamScanner

এদিকে বালি পুত্র অঙ্গাদ রাবণের রাজসভায় এলেন। অঙ্গাদকে দেখে লঙ্কেশ্বর শত শত রাবণ মূর্তি ধারণ করে সভার মধ্যে অবস্থান করলেন। ইন্দ্রজিতকে রাগিয়ে দেবার জন্য অঙ্গাদ কে তার আসল পিতা জানতে চাইলেন। রাবণ লজ্জা পেয়ে নিজ মূর্তি ধরলেন। তারপর বাক্যের তরঙ্গা বয়ে গেল। রাবণকে তিরস্কার করেছেন প্রথমে অঙ্গাদ। পরে তাকে আছড়ে ফেলে তার মুকুটটি নিয়ে আকাশপথে গমন করেছেন।

রাবণ অঙ্গাদ কর্তৃক অপমানিত, ক্ষুণ্ণ ও ক্ষুব্ধ হয়ে ইন্দ্রজিৎকে আহ্বান করলেন এবং শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে বধ করার কথা বললেন। পিতার আদেশে মেঘনাদ সমর-সাজে সজ্জিত হলেন। পরে মেঘনাদ স্বর্ণলঙ্কায় গিয়ে সেদিনের যুদ্ধ-জয়ের শুভসংবাদ পিতাকে দিলেন। রাম লক্ষ্মণের নাগপাশ বন্ধনের কথা বললেন। আদ্যোপান্ত যুদ্ধের বিবরণ দিলেন। রাবণ পুত্রকে চুম্বন, আলিঙ্গান ও নানা উপহারে সন্তুষ্ট করলেন। উদ্দীপ্ত হয়ে রাবণ ত্রিজটা নামে এক রাক্ষসীকে ডাকলেন এবং শ্রীরাম-লক্ষ্মণের বন্ধনদশা সীতাকে দেখাবার আদেশ দিলেন। ত্রিজটা রাক্ষসী সেই আদেশ পালন করল। কপিদের সমস্বর ধ্বনিতে রাবণের অকস্মাৎ নিদ্রাভঙ্গ হল। বিস্ময়ে অভিভূত হলেন রাবণ দেখলেন রাম লক্ষ্মণ নাগপাশের বাঁধন মুক্ত হয়েছেন। ধূম্রাক্ষ, অকম্পন, বজ্রদ্রংষ্ট্র, প্রহস্ত মারা যাওয়ার পর রাবণ প্রথম দিবস যুদ্ধে গমন করেছে। রাবণের দর্প তখন চূর্ণ হতে শুরু করেছে। তার মনে বিষাদ-মিশ্রিত হতাশা ঘনীভূত হচ্ছে। ছত্রিশ কোটি মুখ্য সেনাপতি রাবণের সঙ্গে সেজে যুদ্ধে চলল। ভাই-ভাইপো সমস্ত রাজপুত্র সমরে যাত্রা করল। রাবণের রথ সাজানো হল। রথের উপর লঙ্কেশ্বর উঠে বসলেন। নানা ধরনের অস্ত্র রথের উপর তোলা হল। বিভীষণ বললেন তাঁর বড় ভাই ত্রিভুবন বিজয়ী রাবণ কুবেরের রথে চড়ে এসেছেন।

রাবণ যুদ্ধে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন নানাভাবে। তবে কখনো কখনো তার চরিত্রে বাঙালিসুলভ বাগাড়ম্বর লক্ষ্য করা যায়। রাবণকে কখনো আবার উপহাসের পাত্র করে তুলেছেন কৃত্তিবাস। রাবণ হনুমানের বুকে বজ্রচাপড় মারলেন। সেই চাপড়ে হনুমান কুমারের চাকের মতো ঘুরতে ঘুরতে পড়ে গেলেন। তা দেখে নীলবীর রাবণের সম্মুখে যুদ্ধ করতে উপস্থিত হলেন। রাবণ নীলবীরকে দেখে শর নিক্ষেপ করলেন। নীল মায়ার দ্বারা স্বীয় দেহ সঙ্কুচিত করে রাবণের মস্তকে উঠে রাবণের মাথায় প্রস্রাব করেছে। পরে ছায়া দেখে রাবণ বাণ মেরে তাকে ধরাশায়ী করেছেন।

রাবণ কখনও কখনও রামচন্দ্রকে ভয়ও পেয়েছেন। বিশেষ করে যখন তিনি দেখেছেন যে বার বার যুদ্ধে পরাজিত হয়েও আবার রক্ষা পেয়ে যাচ্ছে শত্রু। মেঘনাদ রাম লক্ষ্মণকে নাগপাশে বন্দী করলেও তারা আবার গরুড়ের দ্বারা সেই বাঁধন থেকে মুক্ত হয়েছে। রাবণ এইসব দেখে ভেবেছে--

মারিলে না মরে রাম বিষম হৈল বৈরী।
অনুমানে বুঝিলাম মজিল লঙ্কাপুরী।।

মেঘনাদের মৃত্যুর পর রাবণের বিলাপ মর্মস্পর্শী। কবি লিখেছেন--

Scanned with CamScanner

শুনিয়া রাবণ রাজা হইল অচেতন।।
ভূমে লোটায় রাবণ রাজা আউদূড় চুলি।
পুত্র পুত্র বলি রাজা হইল ব্যাকুলি।।

প্রিয় পুত্রের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে রাবণ লক্ষ্মণকে শক্তিশেলের আঘাত করেছেন। লক্ষ্মণ মূর্ছিত হয়েছে। রাবণ লক্ষ্মণকে ধরে লঙ্কার ভিতর নিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু লক্ষ্মণের শরীরে শত পর্বতের ভার। লক্ষ্মণকে নড়াতে না পেরে রাবণ অপমানিত হলেন। হনুমান দূর থেকে সেই দৃশ্য দেখলেন। রাবণের গালে হনুমান এসে এক চড় মারলেন। চড় খেয়ে দশানন পলাল। পরে হনুমান ওষুধ এনে লক্ষ্মণকে বাঁচালেন।

রাম রাবণের সপ্ত দিবসব্যাপী সংগ্রামের সময় রাবণের বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে রামের ব্রহ্মাস্ত্র যোজনার পর ভয় পাওয়ায় রাবণ চরিত্রটির পরিবর্তন ঘটেছে বলে মনে হয়। রাবণের যুদ্ধক্ষেত্র তখন ধর্মক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। রামের কাছে রাবণ এই বলে অনুশোচনা করেছেন —

"বৈকুণ্ঠের নাথ তুমি দেব অবতার।
আমি সেবক গোসাঞি দুয়ারি তোমার।।
সনকাদির শাপে আমি হইলাম দুরাচার।
সেবক মারিতে চাহ এ কোন্ বিচার।।
লক্ষ্মী ঠাকুরাণী সীতা তাহা আমি জানি।
সীতা আনি দিব প্রাণ রাখ চক্রপাণি।।

দেবতাদের চক্রান্তে উন্মাদবায়ু রাবণের উদরে প্রবেশ করলে রাবণ ফিরে এসে কুকথা বলতে থাকেন। পরে রামের হাতে ব্রহ্মাস্ত্রের আঘাতে তার মৃত্যু হল।

রাবণ চরিত্রে বীরত্ব থাকলেও তার ক্রোধ, অহংকার, লোভ, কাম তাকে পতনের দিকে ঠেলে দিয়েছে। নর বানর সৈন্যের আক্রমণে তার অহংকার চূর্ণ হয়েছে। রাবণের মধ্যে কর্তব্যবোধের অভাব থাকলেও স্বদেশপ্রেম প্রবল। শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করার মতো। রাবণ সহনশীল। প্রবল বেদনার মধ্যেও রাবণ তার সহনশীলতা বজায় রেখেছেন এই ভেবে যে সবই বিধি নির্দিষ্ট। গ্রীক বীরেদের মতোই তার চরিত্রে ট্র্যাজেডি ঘনিয়ে এসেছে।

কৃত্তিবাসী ইন্দ্রজিৎ :

রাবণের বীর পুত্র ইন্দ্রজিৎ। তিনি মেঘের আড়ালে থেকে যুদ্ধ করতে পারেন। মায়াবী। বহু অস্ত্র তার করায়ত্ত। তিনি ইন্দ্রকে যুদ্ধে জয় করেছেন বলে ইন্দ্রজিৎ। তার আর এক নাম মেঘনাদ। মেঘের আড়ালে তিনি নাদ (নাদ শব্দের অর্থ ধ্বনি কিন্তু এখানে সম্ভবত যুদ্ধের হুঙ্কার) ছাড়তে পারেন। রাবণ মূলত তারই আশ্বাসে ও ভরসায় রামের সঙ্গে ... রাবণের পক্ষের যে সমস্ত বীর যোদ্ধা ছিলেন তাদের

Scanned with CamScanner